তথ্যববিরণী নম্বর : ১৮৯১

দেশের আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি

**সোমবার উদযাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

         বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ফলে আগামীকাল ২৪ মে রবিবার পবিত্র রমজান মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে। আগামী ২৫ মে সোমবার থেকে পবিত্র শাওয়াল মাস গণনা শুরু হবে। প্রেক্ষিতে, আগামী ২৫ মে সোমবার সারাদেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর পালিত হবে।

          আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম।

সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজান-উল-আলম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার, তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া, শোলাকিয়াহ ঈদগাহের ইমাম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক মুহা. নেছার উদ্দিন জুয়েল, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের পিএসও আবু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মোঃ আবদুল মান্নান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ১৮৯০

**তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব তৌফিকুল আলমের মৃত্যুতে তথ্য কমিশনের শোক**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব (অতিরিক্ত সচিব, পিআরএল) ও বি.সি.এস.(প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৬ ব্যাচের কর্মকর্তা মোঃ তৌফিকুল আলমের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে তথ্য কমিশন। তিনি করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ২২ মে ২০২০ পূর্বাহ্ণে মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ ও সচিব সুদত্ত চাকমা স্বাক্ষরিত এক শোকবার্তায় জানানো হয় মোঃ তৌফিকুল আলমের মৃত্যুতে তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত। সরকারি চাকুরি জীবনে তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণ, সৎ, দক্ষ, অমায়িক ও আকর্ষণীয় গুণাবলী সম্পন্ন কর্মকর্তা হিসেবে সকলের নিকট সমাদৃত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি একজন মহান ব্যক্তিকে হারালো।

#

লিটন/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১৮৮৯

কৃষিপণ্য কেনাবেচার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘ফুড ফর ন্যাশন’ এর উদ্বোধন

**দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়**

**এই উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

দেশের খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্যের সঠিক বিপণন, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, চাহিদা মোতাবেক সহজলভ্যতা তৈরি এবং জরুরি অবস্থায় ফুড সাপ্লাইচেইন অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের প্রথম উম্মুক্ত কৃষি মার্কেটপ্লেস ‘ফুড ফর ন্যাশন ([foodfornation.gov.bd](http://foodfornation.gov.bd/))’ উদ্বোধন করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

মন্ত্রী আজ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে (জুম প্ল্যাটফর্মে) এ সরকারি সেবা পোর্টাল উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনা‌ইদ আহ্‌মেদ পলক। এ অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, iDEA প্রকল্পের পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ডাক বিভাগ, বিআরটিসি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এটুআই, iDEA প্রকল্প-সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ ও স্টার্টআপবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মহামারি করোনার কারণে শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের স্বাভাবিক পরিবহন এবং সঠিক বিপণন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সময়মতো বিক্রি করতে পারছে না, আবার বিক্রি করে অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছে না। বর্তমানে কৃষিপণ্যের বাজারজাত করা সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় প্রান্তিক কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এবং সেই সাথে ভোক্তারা যাতে তাদের চাহিদা মোতাবেক সহজে, স্বল্প সময়ে এবং সঠিক মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্য পেতে পারে সে লক্ষ্যে ‘ফুড ফর ন্যাশন’ প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, সারা দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্য ব্যবস্থাপনায় যে নতুন চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে তা মোকাবেলায় এই উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মটি খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শাকসবজি, মৌসুমি ফলসহ কৃষিপণ্যের একটা অংশ বিপণনের অভাবে প্রতিবছর অপচয় ও নষ্ট হয়। এ প্ল্যাটফর্মটি যথাযথভাবে কাজ করলে কৃষিপণ্যের অপচয়রোধেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনা‌ইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, দেশের চাহিদা অনুসারে কৃষি পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট হলেও কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হয়। আবার ভোক্তাগণও সবসময় সঠিক মূল্যে তাদের চাহিদা মোতাবেক কৃষি পণ্য পাচ্ছে না। এর পেছনে অন্যতম কারণগুলো হলো- তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কৃষকসহ সাধারণ জনগণের সঠিক জ্ঞান ও উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের অভাব, পরিবহণ ব্যবস্থা ৩ মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিণ্ডিকেট এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং সার্বিকভাবে সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব।  এ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম ‘ফুড ফর ন্যাশন’ উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মটি চালু করা হয়েছে।

‘ফুড ফর ন্যাশন’ বাংলাদেশের প্রথম উম্মুক্ত কৃষিপণ্য প্লাটফর্ম । ‘একশপ’ এর সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষক হতে শুরু করে বাজারজাতকারী, আড়ৎদার, বিপণনকারী আর প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তা একই প্লাটফর্মে পাবেন দেশব্যাপী দাম আর মানের যাচাই আর সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুযোগ। সহজ ও মোবাইল বান্ধব ইন্টারফেসের এ প্লাটফর্মে  ক্রেতা-বিক্রেতা রেজিস্ট্রশন করে কৃষি জাতীয় সকল ভোগ্য ফসল বা সবজির ক্যাটাগরি নির্বাচন করে বিজ্ঞাপন দিতে পারবে, কিনতে পারবে। স্টার্টআপ বাংলাদেশের মাধ্যমে এখানে যুক্ত সকল ধরণের ক্রেতাগণ বিক্রেতার প্রোফাইলে দেয়া মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে শাকসবজিসহ সকল কৃষিপণ্য ক্রয় বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। **পণ্য ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ**ক্রেতা এবং বিক্রেতা তাদের সুবিধামতো মাধ্যম নির্বাচন করে লেনদেন করবেন।  পরিবহনের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা নিজে দরদাম করে ব্যবস্থা করতে পারে অথবা একশপ ফুলফিলমেন্ট সেবাটি গ্রহণ করতে পারবে।  **এই মার্কেটপ্লেসটি**সম্পূর্ণ ফ্রি প্লাটফর্ম, এর **ব্যবহার করে ক্রয়-** বিক্রয় বা বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে  বিনামূল্যে। এছাড়া এতে কৃষি ব্যবসায়ীদের ডেটাবেইস, ফসল ও কৃষিপণ্যের দৈনিক বাজার দর এবং সহযোগিতার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যোগাযোগ নম্বর থাকবে।

#

কামরুল/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১৮৮৮

**বিদ্যুৎ বিল সমন্বয় নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের মতামত**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কোনো কোনো গ্রাহকের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

সম্মানিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মহামারী করোনার বিস্তার রোধে বর্তমানে অনেক গ্রাহকের আঙ্গিনায় সরেজমিন গিয়ে মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করা হচ্ছেনা।দেশের বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন ও সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বাধ্যবাধকতার ফলে গ্রাহক ও বিদ্যুৎ কর্মীদের স্বাস্হ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আগের মাসের অথবা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের বিলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাক্বলিত বিল প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাক্কলিত বিলের সঙ্গে গ্রাহকের প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ কম/বেশী অথবা কোনো অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী মাসের বিলের সঙ্গে তা সমন্বয় করা হবে। কোন অবস্থাতেই ব্যবহৃত বিদ্যুতের বেশী বিল গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে না। সরকার ইতোমধ্যে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে গ্রাহকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিদ্যুৎ বিলের বিলম্ব মাসুল মওকুফ করেছে। ফলে কোন প্রকার বিলম্ব মাসুল ছাড়াই ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০-এর বিল আগামী ৩০ জুন ২০২০-এর মধ্যে পরিশোধ করা যাবে।

বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কারো জিজ্ঞাসা /অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানানোর অনুরোধ করা হলো । ব্যাংকে বিল পরিশোধের পাশাপাশি সুবিধা অনুযায়ী বিকাশ/ নিজস্ব বুথ/ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হল।

#

আসলাম/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১৮৮৭

**হামিদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কেরাণীগঞ্জে পিপিই ও খাদ্য সামগ্রী হস্তান্তর**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

হামিদ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি জারিফ হামিদ গতকাল কেরাণীগঞ্জে ৫০০ পিপিই এবং এলাকার দরিদ্র ও কর্মহীন ১০ হাজার মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করেছেন। কেরাণীগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান শাহীন আহমেদ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেবনাথ পিপিই ও খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করেছেন।

হামিদ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি জারিফ হামিদ এসব পণ্যসামগ্রী হস্তান্তরকালে বলেছেন, কেরাণীগঞ্জের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে হামিদ ফাউন্ডেশন কাজ করছে। মানবসম্পদ উন্নয়নেও এ ফাউন্ডেশন আগামীতে কার্যকর অবদান রাখবে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সাল থেকে হামিদ ফাউন্ডেশন কেরাণীগঞ্জের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এলাকায় শিক্ষা সহায়তা, মেধাবীদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্যোক্তা সৃজন, খেলাধুলায় পৃষ্ঠোপোষকতাসহ উৎসাহ ব্যাঞ্জক নানাবিধ কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষকরে “নারীদের সুযোগ দিন’’ প্রকল্পের আওতায় সম্ভাবনাময় নারীদের সফল উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা, অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করা হচ্ছে।

#

আসলাম/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১৮৮৬

**ছুটির মধ্যেও ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে কাজ**

**চালিয়ে যাবার নির্দেশনা দিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

ছুটির মধ্যেও ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশনা দিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম। তিনি আজ সকালে শরীয়তপুরের নড়িয়ার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় চীফ ইঞ্জিনিয়ার (বাপাউবো) তোফায়েল আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক আব্দুল হেকিম, খুলনা শিপইয়ার্ড ও বেঙ্গল গ্রুপের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে উপমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পানে সাতক্ষীরা, বাগেরহাটের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে গতকাল থেকেই সেনাবাহিনী কাজ শুরু করেছে। আমরা আগেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ছুটি বাতিল করেছিলাম। এখনো তারা এলাকার জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সাথে মিলে কাজ করছে। নড়িয়াও একটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। এখানেও কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন। ঈদের বন্ধেও আমরা সতর্ক থাকবো।

সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে উপমন্ত্রী শামীম বলেন, প্রায় ১৬ হাজার সাতশ’ কি.মি. বাঁধ রয়েছে যার প্রায় ছয় হাজার কি.মি. বাঁধ উপকূলাঞ্চলে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ৪০/৫০ বছরের পুরানো সকল বাঁধ আমরা সুপার ডাইকে পরিণত করছি। আমাদের ১৩৯টি পোল্ডারের মধ্যে ১০ পোল্ডারে প্রায় ৩৮০০ কোটি টাকার প্রকল্প চলছে এবং আরো ছয়টি প্রকল্প একনেকে যাবে।

শ্রমিক সঙ্কটের কথা উল্লেখ করে উপমন্ত্রী শামীম জানান, করোনা সঙ্কটের মধ্যেও আমরা এপ্রিলের ১৯ তারিখ থেকে প্রায় ১৫০০-১৭০০ শ্রমিক দিয়ে নড়িয়াতে প্রকল্প কর্মকান্ড চালু রেখেছি। বন্যা-বর্ষার হাত থেকে মানুষের নিরাপত্তার জন্য নড়িয়ার মতই সারাদেশে করোনা সঙ্কটের মধ্যেও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

পরে তিনি নড়িয়ার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সরকারের পক্ষে ২০ টি মসজিদ-কবরস্থানে প্রায় ছয় লাখ ২০ হাজার টাকা বিতরণ করেন এবং নড়িয়া শহীদ মিনার চত্ত্বরে নড়িয়া উপজেলার প্রায় চার হাজারের বেশি মানুষের মাঝে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পক্ষে ঈদ উপহার (খাদ্য সামগ্রী) বিতরণ করেন।

#

আসিফ/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১৮৮৫

**দুই কোটি টাকার সহায়তা বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি’র**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

করোনায় কর্মহীন ও অসহায় পীরগাছা-কাউনিয়ার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী, পীরগাছা-কাউনিয়া, ২২ রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য টিপু মুনশি। পীরগাছা-কাউনিয়া উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ৩৪ হাজার পরিবারকে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহায়তা দিয়েছেন টিপু মুনশি যার আর্থিক মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। সরকারি বরাদ্দকৃত চাল ছাড়াও তিনি নিজস্ব অর্থায়নে চাল, আটা, আলু, ডাল, তেল, লবন, সাবান ইত্যাদি এ দু’টি উপজেলার কর্মহীন, অভাবগ্রস্ত, দুস্থ, অসহায়, ও হতদরিদ্র মানুষদের মাঝে বিতরণ করেন যার মধ্যে রয়েছে ৬১ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যের ১ লাখ ৭০ হাজার কেজি চাল, ১৭ লাখ টাকা মূল্যের ৬৮ হাজার কেজি আটা, ২০ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ১ লাখ ২ হাজার কেজি আলু, ২৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা মূল্যের ৩৪ হাজার লিটার তেল, ৩ লাখ ৩৬ হাজার টাকা মূল্যের ৬ হাজার কেজি চিনি, ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ৬ হাজার কেজি সেমাই, ৫৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা মুল্যের ৬৮ হাজার কেজি ডাল, ৪ লাখ ৪২ হাজার টাকা মূল্যের ১৭ হাজার কেজি লবন, ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ৩৪ হাজার পিস সাবান ইত্যাদি।

এছাড়া, ১০ হাজার পরিবারকে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে রংপুরের বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থায় এবং হত দরিদ্রদের কাছে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পীরগাছা এবং কাউনিয়া উপজেলার দরিদ্র মানুষ প্রধানমন্ত্রীর নগদ আর্থিক সুবিধার আওতায় এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নগদ আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারি অব্যাহত রেখে নিখুঁতভাবে যাচাই বাছাই করে নামের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকৃত প্রাপকরা যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়েন সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। এর ফলে মানুষের মাঝে দুর্ভোগ বহুলাংশে লাঘব হবে। সুবিধাভুগিদের মধ্যে রয়েছে- কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, নির্মাণ শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী, ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসায় কর্মরত শ্রমিক, পোল্ট্রি খামারের শ্রমিক, হস্তশিল্প, বাস-ট্রাকসহ পরিবহন শ্রমিকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

#

বকসী/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১৮৮৪

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ১ লাখ ৮২ হাজার ৬৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১০৪ কোটি ৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ১ হাজার ৮৭৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩২ হাজার ৭৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ২০ জন-সহ এ পর্যন্ত ৪৫২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৮৩৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৪ লাখ ৬ হাজার ৪২৭টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২০ লাখ ৬১ হাজার ৩২টি এবং মজুত আছে ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৩৯৫টি।

সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৬টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৮৪০ জনকে।

#

তাসমীন/কুতুবুদ-দ্বীন/সেলিম/২০২০/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৮৮৩

**বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে**

**পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাযের সময়সূচি**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে) :

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে পর্যায়ক্রমে ৫টি ঈদ জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামায়াত সকাল ৭ টা, দ্বিতীয় জামায়াত সকাল ৮টা, তৃতীয় জামায়াত সকাল ৯টা, চতুর্থ জামায়াত সকাল ১০ টা ও পঞ্চম ও সর্বশেষ জামায়াত সকাল ১০.৪৫ টায়।

প্রথম জামায়াতে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেয মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান, দ্বিতীয় জামায়াতে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী, তৃতীয় জামায়াতে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেয মাওলানা এহসানুল হক, চতুর্থ জামায়াতে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম, পঞ্চম ও সর্বশেষ জামায়াতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস হাফেয মাওলানা ওয়ালীয়ুর রহমান খান ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ।

উপরোক্ত ৫টি জামায়াতে কোন ইমাম অনুপস্থিত থাকিলে বিকল্প ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ।

#

শায়লা/অনসূয়া/জসীম/মহসীন/১১৩০ ঘণ্টা/২০২০

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৮২

**সরকার গণমাধ্যমকর্মীদের সুরক্ষা দিতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে**

**---শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

করোনা পরিস্থিতিতে কাজ করে গণমাধ্যমকর্মীরা পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রাখছেন বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, সরকার গণমাধ্যমকর্মীদের সুরক্ষা দিতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী ২২ মে শুক্রবার রাজধানীর মিরপুরে মোহনা টেলিভিশন কার্যালয়ে টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অভ বাংলাদেশের নিকট ঈদের উপহার সামগ্রী প্রদানকালে কথা বলেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী করোনা পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের কাছে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য উপস্থাপনের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের ধন্যবাদ জানান। এ সময় প্রতিমন্ত্রী গুজব প্রতিরোধে মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর সক্রিয় অবদান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরে শিল্প প্রতিমন্ত্রী টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অভ বাংলাদেশের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুর রহমান ফরহাদ এর হাতে অ্যাসোসিয়েশন সদস্যদের জন্য ঈদের উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

#

মাসুম/অনসূয়া/জসীম/মহসীন/১১৩০ ঘণ্টা/২০২০

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৮১

**প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ২৫ কোটি টাকা**

**পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে) :

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রদেয় ২৫ কোটি টাকা পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদানের **জন্য অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দিয়ে স্থানীয়**  সরকার বিভাগ হতে অফিস আদেশ (জিও) জারি করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২২ মে জারিকৃত অফিস আদেশ বিভিন্ন শ্রেণির ৩২৭টি পৌরসভার অনুকূলে এ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বেতন ভাতা না পাওয়ার কারণে দুর্ভোগের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর নিকট তুলে ধরলে তিনি তাঁর ত্রাণ তহবিল হতে ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে দেশের পৌরসভার নিয়মিত রাজস্ব আয় কমে যাওয়ায় মানবিক দিক বিবেচনা করে এ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং গতকাল শুক্রবার বন্ধের দিন হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জিও জারি করা হয়।

#

মাহমুদুল/অনসূয়া/জসীম/কুতুব/২০২০/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮২০

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

করোনা ভাইরাসের মতো দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার । এ পর্যন্ত সারা দেশে সোয়া এক কোটি পরিবারের সাড়ে পাঁচ কোটির বেশি মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিয়েছে সরকার।

         ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২২ মে পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৬৭ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬২ হাজার ১৯৩ মেট্রিক টন । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ১ কোটি  ২৫ লাখ ২ হাজার ৯৪৮ টি এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৬১ লাখ   
৪৮ হাজার ৫৭৯ জন ।

শিশু খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে  ১০৪ কোটি ৭ লাখ টাকা। এরমধ্যে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮১ কোটি ৭৩ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৬৯ কোটি ১০ লাখ ৩৮ হাজার ২৫৩ টাকা ।  এতে উপকারভোগীর পরিবার সংখ্যা ৭৫ লাখ ২৯ হাজার ৮৭২ টি এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৫১ লাখ ২১ হাজার ৫৪৭ জন । শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ ২২ কোটি ৩৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১৭ কোটি ৩৫ লাখ ৫ হাজার ৩৬ টাকা । এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩৭৬ টি এবং লোক সংখ্যা ১১ লাখ ৬৭ হাজার ৭৯৬ জন ।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/মহসীন/১১৩০ ঘণ্টা/২০২০

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮৭৯

**এস আলম গ্রুপের পরিচালক মোরশেদুল আলমের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):

দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠি এস আলম গ্রুপের পরিচালক (বিপণন) মোরশেদুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খপ্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও চট্টগ্রাম-৭ আসনের সংসদ সদস্য ড. হাছান মাহমুদ।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার রাত ১০টার দিকে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন মোরশেদুল আলম। তিনি এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল আলম মাসুদের ভাই।

তথ্যমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় প্রয়াতের কর্মময় জীবনের কথা স্মরণ করে বলেন, মোরশেদ আলম বেসরকারি এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের অন্যতম পরিচালক, এস আলম সুপার এডিবল অয়েল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেমন ইস্পাত লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন।

মন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/অনসূয়া/জসীম/মহসীন/১১২০ ঘণ্টা/২০২০